জীবননগরে প্রতিবন্ধীর মাঝে হুইল চেয়ার বিতরণ

প্রতিবন্ধী আঃ রহিম উপজেলা সমাজ সেবা অফিস থেকে পেল হুইল চেয়ার। প্রতিবন্ধী আঃ রহিম জীবননগর উপজেলার সীমান্ত ইউনিয়নের গয়েশপুর গ্রামের দিনমজুর হযরত আলীর ছেলে।

গতকাল মঙ্গলবার বিকাল সাড়ে ৪টার সময় সীমান্ত ইউনিয়ন সমৃদ্ধ যুব কমিটির আয়োজনে সীমান্ত ইউনিয়ন প্রবীণ কমিটির সভাপতি সাবেক ইউপি চেয়ারম্যান শাজাহানের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে গয়েশপুর নবারুন ক্লাবের সামনে আনুষ্ঠানিক ভাবে প্রতিবন্ধী আঃ রহিমকে হুইল চেয়ার প্রদান করেন, জীবননগর উপজেলা সমাজ সেবা অফিসার মাসুদুর রহমান।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বীর মুক্তিযোদ্ধা নুরুল ইসলাম মধু, সাংবাদিক মিঠুন মাহমুদ, তুহিনুজ্জামান প্রমুখ। উক্ত অনুষ্ঠানটি সার্বিক পরিচালনা করেন আশাদুজ্জামান লিটন।

জীবননগরে কালেক্টরেট সহকারী সমিতির মানববন্ধন

বাংলাদেশ কালেক্টরেট সহকারী সমিতির (বাকাসস) কেন্দ্রীয় কমিটি কতৃক ১১-১৬ গ্রেডের কর্মচারীদের পদবী পরিবর্তনসহ গ্রেড উন্নীতকরণের দাবিতে ৪দিন ব্যাপী কর্মবিরতি পালন করেছে।

গতকাল মঙ্গলবার সকাল ১০টার সময় বাংলাদেশ কালেক্টরেট সহকারী সমিতি (বাকাসস) জীবননগর উপজেলা শাখার আয়োজনে জীবননগর উপজেলা প্রশাসনিক ভবনের সামনে এ কর্মবিরতি পালন করা হয়।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন জীবননগর উপজেলা নির্বাহী অফিসের অফিস সুপারিনটেনডেন্ট শাজাহান সিরাজ, সার্ট মুদ্রাক্ষরিক কাম কম্পিউটার অপারেটর সালাউদ্দিন, অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার

অপারেটর আব্দুল আউয়াল, সার্টফিকেট সহকারী নাজমা খাতুন এবং উপজেলা ভূমি অফিসের হারুন আর রশিদ ।

দর্শনায় নির্বাহী অফিসারের সাংবাদিকদের সাথে মতবিনিময়

দর্শনা প্রেস ক্লাবের সাংবাদিকদের সাথে দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসার দিলারা রহমান এর মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল সোমবার বিকাল ৩ টায় দর্শনা প্রেস ক্লাবের সভাপতি মনিরুজ্জামান ধীরু এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মতবিনিময় সভার শুরুতেই দামুড়হুদা উপজেলার সকল কর্মকান্ডে সততা ও নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালন করায় উপজেলা নিবার্হী অফিসারের হাতে ফুলের তোড়া ও সম্মাননা ক্রেষ্ট তুলে দেয়া হয়।

ফুলেল শুভেচ্ছা জানান, দর্শনা প্রেস ক্লাবের নব সদস্য আব্দুর রহমান ও প্রেসক্লাবের পক্ষে সম্মননা ক্রেষ্ট প্রদান করেন দর্শনা প্রেস ক্লাবের প্রধান উপদেষ্টা মেয়র মতিয়ার রহমান।

পরবর্তীতে প্রেস ক্লাবের সদস্য মোস্তাফিজুর রহমান কচি মেয়র মতিয়ার রহমান কে ফুলেল শুভেচ্ছা জানায়। মেয়র মতিয়ার রহমান দর্শনা প্রেস ক্লাবের নতুন সদস্য ওয়াসিম রয়েল, আব্দুর রহমান, শ্রী সুকমল বাধন, আব্দুল হান্নান, রিফাত রহমান ও ফরহাদ হোসেনকে ফুলের শুভেচ্ছা জানিয়ে বরণ করে নেন। অপর দুই জন নতুন সদস্য ইমতিয়াজ রয়েল ও মাসুম বিল্লা অনা এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

প্রধান অতিথি দিলারা রহমান বলেন, আমাদের সকল কার্যক্রমে প্রশাসন, রাজনীতিবিদ ও সাংবাদিক পাশাপাশি কাজ করতে হবে।

বর্তমান করোনা সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করতে হবে। সবাইকে মাস্ক ব্যবহারে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। এ বিষয়ে সাংবাদিকদের বেশি ভূমিকা রাখতে হবে। বাল্য বিবাহ, মাদক নিয়ন্ত্রণে প্রশাসনের পাশাপাশি সাংবাদিক ও রাজনীবিদদের ভূমিকা রাখতে হবে।

তিনি আরো বলেন, আপনারা যে কোন দুর্নীতি, অনিয়ম, মাদক ও বাল্য বিবাহর তথ্য আমাকে দিলে আমি দ্রুত ব্যবস্থা নেব। আপনারা আমাকে তথ্য দিয়ে সহায়তা করবেন।

দর্শনা পৌর মেয়র মতিয়ার রহমান দর্শনা কেরু এ্যান্ড কোম্পানীর লোকসানের কথা তুলে ধরে বলেন, এভাবে প্রতি বছর লোকসান হলে মিল বিক্রি হয়ে যাবে। মিলকে বাঁচাতে দর্শনায় বেশি বেশি আখ লাগাতে হবে। এছাড়া তিনি দর্শনা দিয়ে সড়ক পথে স্থল বন্দর চালু করার জন্য প্রধান অতিথির মাধ্যমে সরকারের কাছে দর্শনার গুরুত্ব তুলে ধরার দাবি করেন।

দর্শনা প্রেস ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক আওয়াল হোসেন অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন। এরপর বিভিন্ন দাবি তুলে ধরে প্রেস ক্লাবের সাংগঠনিক সম্পাদক নজরুল ইসলাম, সদস্য এফ এ আলমগীর হোসেন, সাবেক সভাপতি ও মাই টিভির প্রতিনিধি ইকরামুল হক পিপুল বক্তব্য রাখেন।

এছাড়া সাংবাদিকদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, অর্থ সম্পাদক জাহিদুল ইসলাম, মাহমুদ হাসান রনি, চঞ্চল মেহমুদ, সহ-সাধারণ সম্পাদক মনিরুজ্জামান সুমন, সাবেক সাধারণ সম্পাদক হারুন রাজু, আহসান হাবিব মামুন, তারিক জামানসহ সকল সদস্যরা।
অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন সাবেক সভাপতি হানিফ মন্ডল।

জীবননগরের অর্থনীতিতে খেজুর গাছ আশীর্বাদ

প্রতিটি মাঠের ক্ষেতের আইলে, রাস্তার পাশে, পুকুর পাড়ের অযত্নে, অবহেলায় বেড়ে ওঠা খেজুরের গাছ জীবননগর উপজেলার অর্থনীতিতে আর্শীবাদ।

শীত মৌসুমে রস-গুড় উৎপাদন করে প্রায় ৬ মাস স্বাচ্ছন্দ্যে জীবিকা নির্বাহ করে উপজেলার কয়েক হাজার পরিবার। খেজুরের রস, গুড় ও পাটালি উৎপাদনে প্রসিদ্ধ উপজেলা জীবননগর। দেশের বাইরেও এর বেশ কদর রয়েছে। আসছে শীত, রীতিমত ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন গাছিরা। উপজেলার

সবখানেই শুরু হয়েছে খেজুর রস সংগ্রহের কর্মযজ্ঞ।

গাছিরা খেজুর গাছের ডাল-পালা পরিষ্কার করাসহ যাবতীয় কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন পুরোদমে। দিন দশেক পরেই মিলবে রস, গুড় ও পাটালি। রাজধানী ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বিক্রি হয় এ উপজেলার গুড়-পাটালি।

উপজেলার মনোহরপুর ইউনিয়নের মাধবপুর গ্রামের গাছি আজিজ মিয়া জানান, একশ খেজুর গাছ প্রস্তুত করেছেন এবার। এর থেকে রস-গুড়, পাটালি বিক্রি করে প্রায় ৬ মাস সংসার চলে যাবে তার।

একই এলাকার গাছি হযরত আলী জানান, রস সংগ্রহে গাছে ভাঁড় (মাটির তৈরীর পাত্র) বাঁধার আগে প্রতিদিন ভাঁড়গুলো ধুয়ে নিয়ে আগুন দিয়ে পোড়া দিই। সেই সাথে খেজুরের পাতা দিয়ে ভাঁড় ঢেকে দিই। এভাবে প্রতিদিন রস সংগ্রহ করি। এ ছাড়াও গুড়-পাটালি করার সময় কোন কেমিক্যাল মেশানো হয়না।

জীবননগর উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা শারমিন আক্তার বলেন, বাঁদুড়ের মাধ্যমে খেজুর রসে নিপাহ ভাইরাস ছড়ানোর আশংকা থাকে।

এ জন্য গাছিরা যে পাত্রে রস সংগ্রহ করবে সেটা যেন ভাল করে ঢেকে রাখে। যেন বাঁদুড় বা অন্য কোন প্রাণী রস ছুতে না পারে। ভোক্তারা যাতে স্বাস্থ্য সম্মত উপায়ে প্রস্তুত খেজুরের রস-গুড় পেতে পারে এজন্য কাজ করে যাচ্ছে কৃষি বিভাগ।

চুয়াডাঙ্গার কুলপালাই সেচ্ছাসেবী সংগঠনের উদ্যোগে সাহায্য প্রদান

চুয়াডাঙ্গা জেলার কুলপালা গ্রামে “পোর পিপুল ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন” নামের একটি সে¦চ্ছাসেবী সংগঠনের উদ্যোগে তৃতীয় বারের মতো ৩ টি গরীব অসহায় পরিবারকে ছাগল প্রদান করা হয়েছে।

গতকাল রবিবার বিকাল ৫ ঘটিকার সময় অনুষ্ঠানটির আয়োজন করা হয়।

সংস্থাটির সভাপতি রাজীব হাসান বলেন, আমরা দেশের করোনা কালীন পরিস্থিতিতে বিভিন্ন কর্মসূচি পরিচালনা করে আসছি। তারই ধারাবাহিকতায় আজকে এই তিনটি গরীব অসহায় পরিবারকে একটি করে ছাগল প্রদান করা হলো।

তিনি আরো বলেন, সংস্থাটির ফাউন্ডার রাসেল হাসান, বিপুল হোসেন, ফরাদ হোসেন প্রমুখ নিজেদের ব্যক্তিগত উদ্যোগে পরিচালনা করছেন এবং সংস্থাটিকে সামনের দিকে আরো অগ্রসর করার জন্য চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন।

উক্ত অনুষ্ঠানে মোঃ রাজিব হাসানের সভাপতিত্বে উপস্থিত ছিলেন সাধারণ সম্পাদক তানভীর হাসান, সাংগঠনিক সম্পাদক নাজমুল ইসলাম, ক্যাশিয়ার রনি, দপ্তর সম্পাদক নয়ন, প্রচার সম্পাদক পারিকুল ইসলাম প্রমুখ।

জীবননগরে ফিল্মি স্টাইলে ব্যাংক থেকে সাড়ে আট লাখ টাকা ছিনতাই

চুয়াডাঙ্গার জীবননগর উপজেলার উথলীতে সোনালী ব্যাংকের প্রায় সাড়ে আট লাখ টাকা ছিনতাই করেছে দূর্বৃত্তরা। হেলমেট পরিহিত তিন ব্যক্তি ব্যাংকের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের আগ্নেয়াস্ত্রের মুখে জিম্মি করে ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটায়। রবিবার দুপুর পৌনে দুইটার দিকে এ ঘটনা ঘটে।

চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসক নজরুল ইসলাম সরকার, পুলিশ সুপার জাহিদুল ইসলাম, জীবননগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার এসএম মুনিম লিংকন ও সিনিয়র সহকারী পুলিশ সুপার আবু রাসেল ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন।

ব্যাংকের ব্যবস্থাপক আবু বক্কর সিদ্দিক জানান, রবিবার দুপুর একটার পর হেলমেট পরিহিত তিন ব্যক্তি ব্যাংকে ঢুকে প্রথমে

ব্যাংকের নিরাপত্তারক্ষীকে অস্ত্রের মুখে জিম্মি করে ব্যাংকের দরজা বন্ধ করে দেয়। পরে কর্মকর্তা-কর্মচারীদেরও অস্ত্রের মুখে জিম্মি করে তাদের মোবাইলফোনগুলি ছিনিয়ে নেয়। এসময় ব্যাংকের ক্যাশ কাউন্টারে থাকা প্রায় সাড়ে আট লাখ টাকা ছিনতাই করে তারা।

চুয়াডাঙ্গা সোনালী ব্যাংক প্রিন্সিপাল অফিসের ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার খন্দকার আব্দুস সালাম জানান, ব্যাংকে কোন সিসি ক্যামেরা না থাকায় ও প্রহরীদের অস্ত্র না থাকায় দুর্বৃত্তরা এমন ঘটনা ঘটাতে পেরেছে।
চুয়াডাঙ্গা পুলিশ সুপার জাহিদুল ইসলাম বলেন, ‘ব্যাংকে ছিনতাইয়ের ঘটনা শুনে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছি। তদন্ত সাপেক্ষে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া হবে।’
উল্লেখ্য, ২০০৯ সালেও একই শাখায় ডাকাতির ঘটনা ঘটে বলে জানায় স্থানীয়রা।

আলমডাঙ্গায় আলোর দিশারী সেবা সংস্থার প্রণোদনা প্রদান

আলমডাঙ্গায় আলোর দিশারী সেবা সংস্থার উদ্যোগে দুস্থ ও অসহায় পরিবারের মধ্যে প্রণোদনা প্রদান করা হয়েছে।

গতকাল শনিবার উপজেলার দেঘলডাঙ্গা গ্রামের অসহায় পরিবারের মাঝে ওই প্রণোদনা বিতরণ করা হয়।

আলোর দিশারী সেবা সংস্থার সভাপতি ডাক্তার নাসির উদ্দিনের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে চাল, ডাল, তেল বিতরণ করেন ভাংবাড়িয়া ইউনিয়ন পরিষদের সচিব তোফাজ্জেল হোসেন সেন্টু।

এ সময় আরো উপস্থিত ছিলেন সদস্য শহিদুল ইসলাম , আলমঙ্গীর , বিপুল আহম্মেদ, খলিলুর রহমান প্রমুখ।

আলমডাঙ্গায় প্রতিবেশীর আঘাতে আহত এক

আলমডাঙ্গায় এক যুবককে রড দিয়ে পিটিয়ে মারাক্তক জখম করেছে প্রতিবেশী দুই যুবক। গতকাল বিকালে তার বাড়ির সামনে এই পিটানোর ঘটনা ঘটে। গুরুতর জখম অবস্থায় তাকে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

আহত যুবক খাত্তাপ আলমডাঙ্গার নিমতলা গ্রামের মৃত আমিরুল ইসলামের ছেলে।

জানা গেছে, শনিবার বিকাল ৪ টার দিকে খাত্তাপ নিজ বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে থাকা অবস্থায় তার প্রতিবেশী একই গ্রামের তাজুল ইসলামের ছেলে শামিম (৩০) ও বিপুল (২৫) দেশীয় ধাঁরালো অস্ত্র দিয়ে হামলা চালিয়ে রক্তাক্ত জখম করে।

প্রত্যক্ষদর্শী সূত্রে জানা যায়, বিকাল ৪ টার সময় নিমতলার মৃত আমিরুলের বড় ছেলে খাত্তাপ নতিডাঙ্গা বাজার থেকে বাজার করে বাড়িতে আসে। বাজার বাড়িতে রেখে রাস্তায় বের হলে শামিম ও বিপুল রামদা ও লোহার রড দিয়ে অতর্কিত হামলা চালিয়ে মারাত্বক আহত করে খাত্তাপকে। স্থানীয়রা এগিয়ে গেলে তারা খাত্তাপকে ফেলে পালিয়ে যায়। আহত খাত্তাপকে উদ্ধার করে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে নিয়ে যায়।

স্থানীয় সূত্রে আরো জানা গেছে, তাজুল ইসলাম ফুলবগাদি গ্রাম থেকে ১০ বছর আগে নিমতলায় এসে বসবাস শুরু করে। শুরু থেকেই প্রতিবেশীদের সাথে বনাবনী হয় না। তিনি বিভিন্ন সময়ে প্রতিবেশীদের মামলা দিয়ে হয়রানি করে নিজের প্রভাব বিস্তার করতে থাকে। দিনে দিনে তাজুলের ছেলে শামিমের অত্যাচারে প্রতিবেশীরা অতিষ্ঠ হয়ে পড়ে। গত বছর নিমতলার কপিল উদ্দিনকে বেদম মারপিট করে তুচ্ছ ঘটনা নিয়ে। তার বিরুদ্ধে বিস্তর অভিযোগ রয়েছে।

অভিযোগের ব্যাপারে শামিমের সাথে কথা বলতে চাইলে সে সাংবাদিকের সাথে কথা বলতে অস্বীকৃতি জানিয়ে বাড়ির দরজা বন্ধ করে দেয়।

জীবননগর সীমান্তে প্রতিবন্ধী শিক্ষা কেন্দ্রের উদ্বোধন

জীবননগরে সীমান্ত প্রতিবন্ধী শিক্ষা কেন্দ্রের উদ্বোধন করা হয়েছে। গতকাল শনিবার বেলা ১২টার সময় জীবননগর উপজেলার সীমান্ত ইউনিয়নের হরিপুর গ্রামে এ প্রতিবন্ধী শিক্ষা কেন্দ্রের উদ্বোধন করা হয়।

৪নং সীমান্ত ইউপি চেয়ারম্যান মঈন উদ্দীন ময়েনের সভাপতিত্বে এ সময় উপস্থিত ছিলেন সীমান্ত ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি হাজী আঃ মালেক মোল্লা, জীবননগর ডিগ্রী কলেজের প্রভাষক মতিয়ার রহমান, চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজের প্রভাষক আতাউর রহমান রাসেল, বীর মুক্তিযোদ্ধা নুরুল ইসলাম মধু,

সীমান্ত ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আব্দুর শুকুর ,আওয়ামী লীগ নেতা রফিকুল ইসলাম পচা, আজিজুর রহমান, সীমান্ত ইউনিয়ন পরিষদের প্যানেল চেয়রাম্যান আব্দুল কাদের, ইউপি সদস্য ইমাদ আলী, আঃ সালাম, আয়ুব আলী, সাবেক শিক্ষক শওকত আলী, মুসলেহ উদ্দিন, নাজমুল আরেফিন, সোহেল রানা, সাদিয়া সুলতানা প্রমুখ। উক্ত অনুষ্ঠানটি সার্বিক পরিচালনা করেন মাওলানা আনিসুর রহমান।

চুয়াডাঙ্গা পৌর পরিষদের উদ্যোগ গাছে গাছে পাখির বাসা

চুয়াডাঙ্গা পৌর এলাকা হবে পাখিদের অভয়ারণ্য। গাছের ডালে ডালে থাকবে পাখির বাসা। প্রকৃতি হবে ভারসাম্যপূর্ণ। সকালে পৌরবাসির ঘুম ভাঙবে পাখির কলকাকলীতে। দূর-দূরান্তের পর্যটকরাও আসবে চুয়াডাঙ্গা পৌর এলাকার পাখিদের অভয়ারণ্য দেখতে।

বেশ কিছুদিন থেকে এ স্বপ্ন দেখছিলেন চুয়াডাঙ্গা পৌর মেয়র ওবাইদুর রহমান চৌধুরী জিপু। সে স্বপ্নের বাস্তবায়ন করতে সম্প্রতি উদ্যোগ নিয়েছেন মেয়র। চুয়াডাঙ্গা পৌর এলাকার গাছে গাছে বাধা হচ্ছে মাটির পাতিল। ইতোমধ্যেই তাতে বাসা বাধতে শুরু করেছে পাখিরা।

চুয়াডাঙ্গা পৌর এলাকার হাটকালুগঞ্জ, সিএন্ডবিপাড়া, ছাগল খামার এলাকাসহ পৌর এলাকার কয়েক স্থানে ঘুরে দেখা গেছে গাছের ডালে ডালে বাধা হয়েছে মাটির ছোট ছোট কলস। এতে গাছে গাছে পাখিদের আনাগোনা বেড়েছে। দেশীয় প্রজাতির পরিচিত পাখিদের পাশাপাশি দেখা মিলছে রঙ-বেরঙের নাম না জানা নানা প্রজাতির পাখির। বিশেষ করে শালিক, ঘুঘু ও বকের ঝাক দেখা যাচ্ছে প্রায় সময়ই।

স্থানীয়দের অভিমত, দেশের বিভিন্ন এলাকায় পাখির অভয়ারণ্য তৈরি হচ্ছে। কমে আসছে শিকারীদের দৌরাত্ব। এতে এমনিতেই সব এলাকাতেই পাখির সংখ্যা বেড়েছে। এ অবস্থায় অনেকেই ব্যক্তিগত ও প্রাতিষ্ঠানিকভাবে উদ্যোগ নিচ্ছেন। অচিরেই এর সুফল পাবে মানুষ।

চুয়াডাঙ্গা শহরের মুক্তিপাড়ার বাসিন্দা মশিউর রহমান জানান, দীর্ঘদিন থেকেই নানা কারণে পাখিদের আবাস নষ্ট হচ্ছে। কৃষি জমিতে মাত্রাতিরিক্ত কীটনাশক ব্যবহার হচ্ছে। এসব কারণেই মূলত পাখিদের সংখ্যা কমে আসছিলো।

ইতোমধ্যেই কয়েক যুবকের প্রচেষ্টায় ‘পাখির গ্রাম’ হিসেবে খ্যাতি পেয়েছে চুয়াডাঙ্গা পৌর এলাকার বেলগাছি গ্রাম। এ গ্রামের বাসিন্দা পৌর কাউন্সিলর সিরাজুল ইসলাম মণি জানান, চুয়াডাঙ্গা পৌর এলাকায় ইতোমধ্যে প্রায় তিন হাজার মাটির পাতিল গাছের ডালে বাধা হয়েছে। প্রথম পর্যায়ে ১০ হাজার মাটির কলস বাধা হবে। তিনি বলেন, পৌর পরিষদের প্রশংসনীয় উদ্যোগ সাধারণ মানুষকেও উদ্বুদ্ধ করছে। অনেকেই নিজ উদ্যোগেও গাছের ডালে পাখিদের জন্য মাটির কলস বেধে দিচ্ছেন।

চুয়াডাঙ্গা পৌর মেয়র ওবাইদুর রহমান চৌধুরী জিপু জানান, ‘পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় পাখিদের ভূমিকা অনেক। কিন্তু সাম্প্রতিক সময়ে মানুষের আবাস ও কলকারখানা করতে গিয়ে একের পর এক পাখিদের আবাস ধ্বংস হয়ে যাচ্ছিলো। এতে অনেক পাখি বিলুপ্ত হওয়ার মতো অবস্থা হয়েছে। এ অবস্থায় প্রকৃতির ভারসাম্য ফিরিয়ে আনতে মানুষ নানাভাবে কাজ করছে। আমি পাখিদের আবাস গড়ার মাধ্যমে

প্রাকৃতিক ভারসাম্য কিছুটা হলেও রক্ষা করতে চাই।’

মেয়র জিপু বলেন, ‘প্রাতিষ্ঠানিক দায়বদ্ধতা নয়, সামাজিক দায়বদ্ধতা থেকে এমন উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। আমার প্রত্যাশা পাখিদের কিচিরমিচির শব্দে পৌরবাসীর ঘুম ভাঙবে। চুয়াডাঙ্গা শহর অচিরেই পাখির শহর হিসেবে পরিচিতি লাভ করবে।’

স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন কেয়ার ফর আনক্লাইমড্ বিস্ট- কাব’র সভাপতি বখতিয়ার হামিদ বলেন, ‘আমরা ব্যক্তি উদ্যোগে পাখিদের নিয়ে কাজ করে আসছি। এ অবস্থায় কোনো রাজনৈতিক ব্যক্তি, সংগঠন বা প্রতিষ্ঠান এ ধরনের উদ্যোগ নিলে তা অনেকাংশে ফলপ্রসূ হয়।’

তিনি বলেন, ‘যেহেতু আমরা দীর্ঘদিন পাখিদের অভয়াশ্রম গড়ার কাজ করছি। সেহেতু আমরা চুয়াডাঙ্গা পৌর পরিষদের উদ্যোগের সাফল্য কামনা করি।’

চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলা প্রাণী সম্পদ কর্মকর্তা ডা. মো. শামীমুজ্জামান বলেন, চুয়াডাঙ্গা পৌর পরিষদের উদ্যোগ প্রশংসনীয়। এর ফলে আমাদের জীববৈচিত্র ও প্রাকৃতিক ভারসাম্যের সুরক্ষা হবে। পাখিরা তাদের নিরাপদ আবাস পাবে। বর্তমান করোনাকালে পশু-পাখিদের খাদ্য সংকট রয়েছে। সেদিকেও আমাদের নজর দেয়া দরকার।